বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২০ আশ্বিন ১৪২০
০৫ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশ-ভারত গ্রীড আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের অধীন ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আধুনিক সভ্যতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বিদ্যুৎ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিদ্যুতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ৯,৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি সরকার আন্তর্দেশীয় গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছে এবং এরই ফলশ্রুতিতে আজকের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান। বর্তমানে দেশের ৬২% জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে হলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উদ্যোগ প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে।

আমি আশা করি বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিনিময়ের পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ আশ্বিন ১৪২০
০৫ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশ-ভারত গ্রীড আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের অধীন ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতে বিএনপি-জামাত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অচলাবস্থা কাটিয়ে এ খাতের উন্নয়ন ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা সরকার গঠনের পরপরই বিদ্যুতের ব্যাপক ঘাটতি মোকাবেলায় তাৎক্ষনিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। ৪ হাজার ৪৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯,৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ৩৪ লাখ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এরফলে প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ বিদ্যুতের সুবিধা পেয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা আন্তর্দেশীয় গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। এরই অংশ হিসেবে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আজ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে।

এই আন্তর্দেশীয় গ্রীড সংযোগের ফলে দেশে এই প্রথম ৪০০ কেভি গ্রীড লাইন নির্মাণ এবং HVDC ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা এ অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী। আমি আশা করি, বাংলাদেশ-ভারত গ্রীড আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ বিনিময়ের উদ্বোধন, এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

আমি বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

सत्यमेव जयते
प्रधान मंत्री

Prime Minister
MESSAGE

I am delighted that the power transmission line between Baharampur in India and Bheramara in Bangladesh has been completed, thus paving the way for electricity supply from India to Bangladesh. The decision to undertake this important project of connecting the electricity grids of our two countries was taken during the successful visit of H.E. Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, to India in January 2010. It gives me immense satisfaction that we have been able to bring this initiative to fruition in a short span of time.

Power is the key to a country's sustainable economic development. I congratulate Prime Minister Sheikh Hasina for her vision and leadership, which has seen Bangladesh make tremendous strides in energy security.

The India-Bangladesh Grid Interconnection not only links the electricity grids of the two countries, but strengthens the bonds of friendship between the peoples of our two countries. The agreed flow of 500 MW of power from India to Bangladesh on this transmission line adds a new chapter to our bilateral relations and our growing economic partnership, while contributing to Bangladesh's economic development.

This historic initiative will, I hope, lead us towards a future in which our two countries and our region are integrated in a growing web of cross-border energy links and trade. Prime Minister Sheikh Hasina and I share this vision for the people of our two countries and I am sure that it holds great promise for broader regional economic cooperation in a number of areas.

I heartily congratulate the teams of engineers, technicians and specialists of both India and Bangladesh, who have worked tirelessly on achieving this important milestone. I also extend my felicitations to the people of both India and Bangladesh for achieving this important landmark in our bilateral relations.

New Delhi
02 October, 2013

(Manmohan Singh)

অর্থমন্ত্রীর দপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

বিদ্যুৎ খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে আন্তঃসংযোগ গ্রীড স্থাপন করে প্রতিবেশী বন্ধুদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এই প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীর লক্ষ্যে ৪০০ কেভি HVDC গ্রীড সাবষ্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বিদ্যুতের দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা বেশ কঠিন একটি বিষয়। বিশেষ করে আমাদের মত দেশে পুঁজিঘন এই রকম একটি খাতে পরিমিত অর্থের জোগান দিয়ে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় আনা একটি সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর এ খাতটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করে এ খাতের উন্নয়নে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের জনগণ বর্তমানে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করতে পারছে। এ সরকারের আমলে ৫৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৩টি কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে ৯,৭১৩ মেগাওয়াট এ উন্নীত করা হয়েছে এবং ৪,৪৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। অতিশীঘ্র ভেড়ামারা গ্রীড হয়ে বাংলাদেশে আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সঞ্চালিত হবে। আশাকরি এতে বিদ্যুতের সরবরাহ পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এ বলয়ে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও ভুটান, নেপাল ও মায়ানমারও আছে। আজকের এ আন্তর্দেশীয় গ্রীড সংযোগ স্থাপন কার্যক্রমটি উদ্বোধনের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি নতুন দিগন্ত রচিত হলো। এভাবে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যুৎ বাণিজ্য ভবিষ্যতে আমাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করি।

আমি এই শুভ প্রয়াসের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম,পি

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করেন। এ সময় বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইস্তেহার স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারী বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকে সহযোগিতার নিম্নোক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয় ঃ

১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা।
২) আঞ্চলিক গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে যৌথ বিনিয়োগ।
৪) বিদ্যুৎ খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান।

এই সমঝোতা স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি নির্মাণ পূর্বক আজ তা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভারত অংশে ৭৩.৫ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে ২৭.৩৫ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মানসহ ৪০০ কেভি HVDC (High Voltage Direct Current) গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। লাইনটি ভেড়ামারার সাথে বহরমপুর পর্যন্ত যুক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দেশে এই প্রথম ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মানসহ ৪০০ কেভি HVDC সাব-স্টেশন নির্মিত হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত প্রকৌশলীগণের অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করেছে এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে দেশে আরো কয়েকটি ৪০০ কেভি লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। আজ ০৫/১০/২০১৩ইং তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি উদ্বোধনের মাধ্যমে আন্তর্দেশীয় বিদ্যুৎ আমদানীর ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করতে যাচ্ছেন।
প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারসহ নেপাল, ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে এ ধরণের আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরো উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়।

Dr. Dipu Moni, MP
Foreign Minister
Government of the People's Republic of Bangladesh

MESSAGE

Inauguration of the first ever power import by Bangladesh from abroad, operationalization of our first ever two nation inter-grid connectivity is truly unique and historic. This is certainly a remarkable manifestation of the depth and dimension of bilateral relations between two friendly neighbours, Bangladesh and India.

We are grateful to the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh H.E. Sheikh Hasina whose vision and able guidance has led us to this watershed moment. I also thank H.E. Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister of India as well as the Government of India for their whole-hearted support in making the two-nation grid connectivity a reality. Thanks are owed to ADB as well for funding this project.

Power sector cooperation between our two countries is destined to result in a win-win situation- we need power in Bangladesh to fuel our economic development while India has the cheapest way of transferring hydro-power from its northeastern states to the rest of India through Bangladesh. We are also looking at bilateral cooperation in renewable energy. Ground breaking of Bheramara project could be the stepping stone for larger power sector cooperation between our two countries which may subsequently be expanded to regional power grid networking. In so doing, we can aspire to have a sub-region self-sufficient in power. This is likely to give fresh impetus to forge cooperation among the countries in the region in other potential sectors leading to a full scale regional cooperation- a prosperous South Asia we all dream about.

On the joyous occasion, I would like to convey my deep appreciation to the technical experts and officials of both the countries whose untiring and dedicated work has made things happen. We are proud of you.

Dr. Dipu Moni, MP
Foreign Minister

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

বাংলাদেশ-ভারত গ্রীড আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের অধীন ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটির সফল বাস্তবায়ন এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে কেবলমাত্র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ ঘাটতির সমাধান ও বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় এযাবৎ ৫৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে এবং ৩৩টি নির্মাণাধীন আছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সরকার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০১০ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দু'দেশের মধ্যে আজকের এই আন্তর্দেশীয় গ্রীড সংযোগের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

ভেড়ামারায় নবনির্মিত HVDC ষ্টেশনের মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট আমদানীকৃত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে গ্রীড সাব-ষ্টেশনের ক্ষমতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মোট ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, এই প্রথম দেশে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণসহ HVDC ষ্টেশন নির্মিত হয়েছে। নির্মাণের এই অভিজ্ঞতা বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করেছে।

আমি বিশ্বাস করি বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে, এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা খুবই জরুরী। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্দেশীয় গ্রীড সংযোগ স্থাপন করে বিদ্যুৎ আমদানীর ক্ষেত্রে যে ইতিহাস সৃষ্টি হলো, তা ভবিষ্যতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগকে আরো উৎসাহিত ও প্রসারিত করবে।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

বিদ্যুৎখাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য

৬ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখ বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের বিরাজমান সংকট নিরসনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল, নিউক্লিয়ার এনার্জি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে বিগত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সাফল্য সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

- ২০০৯ সালের স্থাপিত ক্ষমতা ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯,৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ভারত থেকে আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হতে যাচ্ছে।
- বিগত ৬ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,২৬৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে এককালীন সর্বোচ্চ উৎপাদন ৬,৬৭৫ মেগাওয়াট (গ্রীড কানেকটেড) এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৪.২৫%।
- সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ৪,৪৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৫৭ টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং ৬,৫৬৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।
- ৩,৯৭৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে এবং ৩,৫৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- বিদ্যুতের সিস্টেম লস (বিতরণ) ১৫.৬৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ১২.০৩% হয়েছে। এতে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হয়েছে।
- বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ৩৪.৫৩ লক্ষ গ্রাহককে নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, ফলে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২% হয়েছে।
- বার্ষিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২১ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১২০ মেগাওয়াট হয়েছে।
- ২২ লক্ষ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।
- ২০ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন বাস্তবায়নাধীন আছে।
- মোবাইল ফোন ও অন-লাইন-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম, পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসংযোগ গ্রীড স্থাপন করে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি উদ্বোধন উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক সাদর সম্ভাষন।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই দেশের পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ ঘাটতি সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ক্রমপুঞ্জিত ঘাটতি লাঘব করে জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে। দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানে সরকারি ও বেসরকারী খাতে বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

এদেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বিগুন করে প্রায় ৩৪ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

এ উদ্যোগের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আন্তঃদেশীয় সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানীর বিষয়টি সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশ-ভারত আন্তঃগ্রীড সংযোগ-এর আজকের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সেই উদ্যোগের ফসল। বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বর্তমান সরকারের এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা আগামী দিনে মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।

ভেড়ামারা প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারায়, আমি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করায় আমি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম,পি

AYAN AD.